কোটচাঁদপুরে ৪র্থ “ডিজিটাল বাংলাদেশ” দিবস পালিত

“যদিও মানছি দুরুত্ব, তবুও আছি সংযুক্ত” এই প্রতিপাদ্য নিয়ে ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে ৪র্থ “ডিজিটাল বাংলাদেশ” দিবস ২০২০ পালিত হয়েছে। দিবসটি উপলক্ষে শনিবার সকালে উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে সেমিনার ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার আসাদুজ্জামান রিপনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান মোঃ রিয়াজ হোসেন ফারুক, মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মোঃ রতন মিয়া, পৌর আ.লীগের আহ্বায়ক ফারজেল হোসেন মন্ডল ও সাবেক মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার তাজুল ইসলাম।

সেমিনারে স্বাগত বক্তব্য রাখেন সহকারী প্রোগ্রামার মোঃ জিয়াউল ইসলাম ও তথ্যসেবা কর্মকর্তা তানিয়া সুলতানা। কোটচাঁদপুর মডেল সরকারি পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহঃ আইসিটি শিক্ষক সাজেদুর রহমান।

শিক্ষার্থীদের পক্ষ থেকে সেমিনারে অংশ নেয় কোটচাঁদপুর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রী সাইমা আজগর সামিয়া, শেখ মোজাফফর হোসেন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রী সুজানা সানজু খাঁন, শেরখালী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র মোঃ জাহিদুল ইসলাম। আলোচনা সভা শেষে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

জীবননগরে ডিজিটাল দিবস ২০২০ উপলক্ষে সেমিনার অনুষ্ঠিত

জীবননগরে ডিজিটাল দিবস উপলক্ষে সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল শনিবার বেলা সাড়ে ১১টার সময় জীবননগর উপজেলা প্রশাসন ও

তথ্যপ্রযুক্তি অধিদপ্তরের আয়োজনে উপজেলা পরিষদের হলরুমে ডিজিটাল দিবস উপলক্ষে সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।

জীবননগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার এস এম মুনিম লিংকনের সভাপতিত্বে এ সময় উপস্থিত ছিলেন , জীবননগর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হাজী হাফিজুর রহমান।

উপজেলা পরিষদের মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান আয়েসা সুলতানা লাকী , জীবননগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলাম , উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার মোস্তাফিজুর রহমান প্রমুখ।

বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য ভাংচুরের প্রতিবাদে জীবননগরে প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত

বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য ভাংচুরের প্রতিবাদে জীবননগরে সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারীদের প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল শনিবার সকাল সাড়ে ১০টার সময় জীবননগর উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাস্কর্য ভাংচুরের প্রতিবাদে জীবননগর শহরের মেইন বাসষ্ট্রান্ড চক্তরে উপজেলার সকল সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারীদের প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন জীবননগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার এস এম মুনিম লিংকন, জীবননগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলাম , প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার মোস্তাফিজুর রহমান , জীবননগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্ ্েরর আবাসিক মেডিকেল অফিসার ডাঃ মাহমুদ বিন হেদায়েত সেতু , উপজেলা সমবায় অফিসার মতেহার হোসেন , মৎস্য অফিসার ফরহাদুর রহমানসহ উপজেলার সকল সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারীগন উপস্থিত ছিলেন।

সাংবাদিক হাবিবেব উপর হামলার ৮দিন পার, অপরাধীরা অধরা

দামুড়হুদা প্রেস ক্লাবের যুগ্ম-সম্পাদক হাবিবুর রহমান হাবিবের উপর অতর্কিত সন্ত্রাসী হামলার ঘটনার ৮দিন পার হলেও এখনও অপরাধীরা ধরাছোঁয়ার বাইেও রয়েছে।

হামলার দিন দামুড়হুদা মডেল থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করলেও এখনো পর্যন্ত অপরাধীদের বিরুদ্ধে নেওয়া হয়নি কোনো আইনি ব্যবস্থা! এ ঘটনায় সাংবাদিক মহলে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে।

জানা যায়, গত ৫ডিসেম্বর দামুড়হদা প্রেস ক্লাবের নব-নির্বাচিত কমিটির সভাপতি এম.নুরুন্নবী, সাধারণ সম্পাদক বখতিয়ার হোসেন বকুলসহ নেতৃবৃন্দ প্রেস ক্লাবের সদস্যদের সাথে সৌজন্য সাক্ষাত করতে যায়। এসময় প্রেস ক্লাবের সদস্য সালাউদ্দিনের সাথে দেখা করতে যায়। এসময় প্রেস ক্লাবের যগ্ম-সম্পাদক হাবিবুর রহমান হাবিব স্থানীয় এক সাংবাদিকের সাথে দেখা হলে কথা বলতে থাকে।

যুগ্ম-সম্পাদক হাবিবুর রহমান হাবিব ও স্থানীয় ঐ সাংবাদিক কার্পাসডাঙ্গা বাজার মোড়ে সিদ্ধ ছোলা খাচ্ছিলো, সে সময় কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়নের কোমরপুর গ্রামের সুকলালের ছেলে সোহাগ ও বিল্লালের ছেলে বখতিয়ার রহমান বকুল কাঠের হকস্ট্রিক দিয়ে হামলা চালায় হাবিবের উপর।

এঘটনায় গুরুত্বর জখম হয় হাবিবুর রহমান হাবিব। পরে প্রেস ক্লাব নেতৃবৃন্দ হাবিব কে গুরুত্বর জখম অবস্থায় উদ্ধার করে দামুড়হুদা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে ঐ রাতেই হাবিব বাদি হয়ে দামুড়হুদা মডেল থানায় একটি লিখিত অভিযোগ করে । তবে এ ঘটনায় একটি চক্র অর্থের বিনিময়ে বিষয়টি ধামাচাপা দিতে মরিয়া হয়ে উঠেছে।

এ বিষয়ে দামুড়হুদা প্রেস ক্লাবের নব-নির্বাচিত সভাপতি এম নুরুন্নবী বলেন, আমরা নব-নির্বাচিত কমিটির নেতৃবৃন্দ কার্পাসডাঙ্গার সদস্যদের সাথে সৌজন্য সাক্ষাত করতে যায় ।

এসময় কোমরপুর গ্রামের সুকলালের ছেলে সোহাগ ও বিল্লালের ছেলে বখতিয়ার রহমান বকুল হাবিরের উপর অতর্কিত হামলা চালায়।
ঐদিন রাতেই দামুড়হদা মডেল থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। তবে দুঃখজনক হলেও সত্য যে অজানা কারণে একনো পর্যন্ত মামলাটি রেকর্ড হয়নি।

তাই আজ রোববার দামুড়হদা প্রেস ক্লাবের জরুরি বৈঠক ডাকা হয়েছে। জরুরি বৈঠক শেষে আমরা কর্মসূচি দেবো। এ বিষয়ে দামুড়হদা মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওসি আব্দুল খালেক বলেন, এটি মামলা হওয়ার মতো বিষয় না ।

ওদের একে অপরের ব্যক্তিগত কোনো ঝামেলার জন্য হয়তো হাবিব কে মারপিট করেছে। তবে আমরা বিষয়টি ততটা পরিষ্কার না।

পদ্মা সেতু দৃশ্যমান হওয়ায় গাংনী উপজেলা ছাত্রলীগের আনন্দ শোভাযাত্রা

পদ্মা সেতুর স্প্যান বসানো সম্পূর্ণ ও সেতু দৃশ্যমান হওয়ায় মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা ছাত্রলীগের উদ্দ্যোগে আনন্দ শোভাযাত্রা ও ছাত্রলীগ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল শনিবার বিকেলে গাংনী বাজারের শহীদ রেজাউল চত্বরে এ অনুষ্ঠান হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন, জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি আব্দুস সামাদ বাধন। প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, জেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক মুনতাসির জামান মৃদুল।

উপজেলা ছাত্রলীগের সভাপতি আমিনুল ইসলাম সেন্টুর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক আসিফ ইকবাল অনিকের পরিচালনায় বিশেষ অতিথি ছিলেন, গাংনী উপজেলা ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক ফয়সাল জাহান শিশির, পৌর ছাত্রলীগের সভাপতি ডালিম রানা, সাধারণ সম্পাদক নাসিরুল ইসলাম মোহন, জেলা ছাত্রলীগের সহ-সভাপতি শাহজাহান আলী,

মেহেরপুর সরকারী কলেজ ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক একে কুতুব ।

এসময় উপজেলা ছাত্রলীগের বিভিন্ন ইউনিট ছাত্রলীগের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। এর আগে একটি মোটরসাইকেল শোভাযাত্রা বের হয়ে উপজেলার বিভিন্ন এলাকা প্রদক্ষিণ শেষে গাংনী বাজারে সমাবেশের মাধ্যমে শেষ হয়।

গাংনীতে দরবার রক্ষার্থে ভক্ত ও গ্রামবাসীর মানববন্ধন

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার ওলিনগর গ্রামের মরহুম বীর মুক্তিযোদ্ধা হাফিজুর রহমান এর প্রথম পক্ষের স্ত্রী সন্তানের দায়িত্বে রেখে যাওয়া পবিত্র দরবার শরীফ রক্ষা করতে ও দরবারের বিরুদ্ধে নানা অপপ্রচারের প্রতিবাদে গ্রামবাসী এবং বিভিন্ন এলাকার সাধু-সম্প্রদায় মানববন্ধন করেছে। গতকাল শনিবার বিকেল ৪টার দিকে মেহেরপুর-কুষ্টিয়া সড়কের ওলিনগর মদন মাস্তানের দরবার শরীফের সামনের সড়কে মানব বন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

দরবার শরীফ কমিটির সভাপতি জাহাঙ্গীর আলম বাদশার সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন, মরহুম বীর মুক্তিযোদ্ধা হাফিজুর রহমানের বড় ছেলে সিরাজুল ইসলাম, মরহুম বীরমুক্তিযোদ্ধা হাফিজুর রহমানের ভাই ও দরবার শরীফের সম্পাদক বর্তমান খাদেম জালাল উদ্দীন ফকির ও নিয়ামত আলীসহ ভক্তবৃন্দ।

সিরাজুল ইসলাম বলেন, আমার বাবা জীবিত থাকা অবস্থায় ওলিনগর মৌজার, ১৯১ নং খতিয়ানের ৩০৭ দাগের ৭ শতক জমি সবটুকু আলফাজ উদ্দীন (মদন মাস্তান) দরবার শরীফের নামে ১৯৮৯ সালে রেজিঃ করে দেয়। পরবর্তিতে মরহুম হাফিজুর রহমান মানসিক ও শারীরিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়লে দ্বিতীয় স্ত্রী নুরুন্নাহার আক্তার ও তার মেয়ে হাবিবা নওসীন সাধনা চিকিৎসার নাম করে বাড়ী থেকে বিভিন্ন সময়ে বাহিরে নিয়ে যায়।

কালীগঞ্জে অসহায়দের মাঝে কম্বল বিতরণ

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ উপজেলার অসহায়, দরিদ্র, শীতার্তদের মাঝে কম্বল বিতরণের উদ্দেশ্যে উপজেলার সকল ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানদের নিকট কম্বল হস্তান্তর করেন ঝিনাইদহ ৪ আসনের সংসদ সদস্য মোঃ আনোয়ারুল আজীম (আনার)।

গতকাল শনিবার রাতে উপজেলা পরিষদ চত্বরে কালীগঞ্জ উপজেলার সকল ইউপি চেয়ারম্যানের উপস্থিতিতে দরিদ্র, অসহায় মানুষদের জন্য বরাদ্দকৃত কম্বল হস্তান্তর করেন।

এসময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন, কালীগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী অফিসার সূবর্ণা রানী সাহা, কালীগঞ্জ উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান শিবলী নোমানী সহ অনান্যরা উপস্থিত ছিলেন।

এম পি আনার বলেন, শেখ হাসিনার নেতৃত্বে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ, এই শীতে কোনো মানুষ যেনো কষ্টে না থাকে তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিবেন বলে জানান তিনি।

মেহেরপুরে চলছে চিকিৎসার নামে গলা কাটা বাণিজ্য

এম এফ রুপক/ ফয়সাল আহমেদ:

হাসপাতাল আছে, আছে যন্ত্রপাতি, ঔষধ সরবারহ হচ্ছে নিয়মিত, আছে চিকিৎসক, আছে নার্স-আয়াসহ কর্মকর্তা কর্মচারী। শুধু নেই কাক্সিক্ষত চিকিৎসা সেবা। জেলা শহর থেকে শুরু করে নিভৃত পল্লী পর্যন্ত সবখানেই অভিন্ন অবস্থা। চিকিৎসকের বদলে নার্স, ওয়ার্ডবয়,

আয়াসহ দালালরা নানা কৌশলে হাতিয়ে নিচ্ছে অর্থ। হাসপাতালে প্রশাসনিক বিভাগ তৎপর থাকলেও থামানো যাচ্ছে না তাদের। সরকারি স্বাস্থ ব্যবস্থার অবহেলার সুযোগে প্রাইভেট ক্লিনিক ও চিকিৎসকের অযথা টেস্ট করানোর প্রবণতাকে পুজি করে এ জেলার অধিবাসিদের প্রতিদিনই চিকিৎসার নামে গলা কাটা হচ্ছে।

প্রতিটি ক্ষেত্রেই চিকিৎসকের জন্য আছে আর্কষণীয় ও লোভনীয় কমিশন। সরকারি হাসপাতাল থেকে রোগী ভাগিয়ে নিয়ে প্রাইভেট ক্লিনিকে ভর্তি করাতে পারলেই শতকরা ৪০ ভাগ কমিশন যায় সংশ্লিষ্ট চিকিৎসক বা দালালদের পকেটে।

তেমনি ডায়াগনস্টিক সেন্টারে পরীক্ষার নামে রোগী পাঠানোর বিনিময়ে পেয়ে থাকেন একই কমিশন। এ কমিশন বাণিজ্যের কারণে চিকিৎসা ব্যয় বেড়েছে বহুগুন। “যত টেস্ট তত কমিশন” এ নীতিতেই চলছে চিকিৎসা বাণিজ্য। কোন ডায়াগনস্টিক সেন্টারে যেতে হবে সেটাও বলে দেন চিকিৎসক। সরকারি হাসপাতালের একশ্রেণীর চিকিৎসকের সহায়তায় ডায়াগনস্টিক সেন্টার মালিকদের যথেষ্ট টেস্ট-বাণিজ্য চলছে বছরের পর বছর। ডায়াগনস্টিক প্রতারণার শিকার হচ্ছেন সাধারণ মানুষ।

এসব ডায়াগনস্টিক সেন্টারে সিটিস্ক্যান ৪ হাজার টাকা, এমআরআই ৪/৫ হাজার টাকা, প্রায় ২ শত ধরনের রক্ত পরীক্ষা ২শ’ থেকে শুরু করে ২ হাজার টাকা পর্যন্ত নেয়া হয়। ভিটামিন-সি, ভিটামিন-ডি পরীক্ষা ৪/৮ হাজার টাকা, এফএনএসি (ফাইন নিডল এসপাইরেশন সাইটোলজি) ১ হাজার টাকা, হিস্টো ৬শ’/ ১ হাজার টাকা। এছাড়ও ইকো, আল্ট্রাসনোগ্রামসহ আছে অনেক জটিল পরীক্ষা। শুধু কমিশনের আশায় প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে রোগীদের হাতে ধরিয়ে দিচ্ছে টেস্টের লিস্ট।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক ডায়াগনস্টিক সেন্টারের মালিক জানান, অনেক দেখা যায় কোন হার্টের রোগীর ইসিজি করলেই যথেষ্ট, কিন্তু তার সাথে বা প্রথম বারেই ইকো করার জন্য প্রেসক্রাইব করেন চিকিৎসক। এক্ষেত্রে এক পরীক্ষায় একজন চিকিৎক ৮শ টাকা কমিশন পাবে।

গত বুধবার সকালে চিকিৎসা নিতে আসা ইয়াজ্জদীন আলী (৬৫) জানান, হাটুতে ব্যাথা নিয়ে হাসপাতালে এসেছিলাম। ছোট কাগজে দুইটি এক্সে, একটি রক্ত পরীক্ষা ও ডায়বেটিস পরীক্ষা দিয়েছে। আমার কাছে অতো টাকা নেই বাপু। সামনের দোকান থেকে কিছু ব্যথার ঔষধ নিয়ে বাড়ি যাবো।

এছাড়াও হাসপাতাল ও ক্লিনিক গুলোতে ঔষধ কোম্পানীর

রিপ্রেজেন্টিভদের অত্যাচারতো আছেই। নিদিষ্ট ব্যান্ডের ঔষধ প্রেসক্রাইব করার জন্য নিয়মিত উপঢৌকন দিয়ে থাকেন তারা। রোগীর চিকিৎসকের রুম থেকে বেরোনোর সাথে সাথে হুমড়ী খেয়ে পড়ে নিজেদের কোম্পনীর ঔষধ প্রেসক্রাইব করেছে কিনা দেখার জন্য। আবার তথাকথিত ডাক্তার চেম্বারের নিজস্ব ফার্মেসি থেকেই রোগীদের বেশি মূল্যে ঔষধ কিনতে বাধ্য করা হয়।

মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের আবাসিক মেডিক্যাল অফিসার মখলেছুর রহমান জানান, হাসপাতালকে দালাল মুক্ত করার জন্য কতৃপক্ষ কঠর ব্যবস্থা নিয়েছে। আমরা হাসপাতালের নিরাপত্তা ও দালাল মুক্ত করার জন্য পুলিশ ক্যাম্প বসানো হয়েছে। এছাড়াও বর্তমানে হাসপাতালে রোগীদের সর্বোচ্চ চিকিৎসেবা দেওয়া হচ্ছে।

রোগীদের সাথে নার্স ওয়ার্ড বয়ের অর্থ বাণিজ্যের বিষয়ে তিনি বলেন, যারা এখানে বিনা বেতনে চাকরি করে তাদেরকে আমরা নিজস্ব ফান্ড থেকে কিছু দেওয়ার চেষ্টা করি। তবে রোগীদের কাছ থেকে টাকা নেওয়ার কোন সুযোগ নেই। সেই সাথে অফিস চলাকালীন সময়ের বাইরে ডাক্তারদের তো অন্য জায়গায় রোগী দেখার সুযোগ দিয়েছে সরকার। সে ক্ষেত্রে কোন বাঁধা নেই।

কুষ্টিয়ায় পার্লার প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধন

কুষ্টিয়ায় প্রথমবারের মতো ম্যাম বিউটি পার্লারের উদ্যোগে বিউটিফিকেশন ও পার্লার প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধন করা হয়েছে।

গতকাল শনিবার সকালে শহরের কলাপাতা রেস্টুরেনেটে এ প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধন করা হয়।

কর্মসংস্থান ব্যাংক মিরপুর শাখার ব্যবস্থাপক শাহ মোহাম্মদ ইনামুল কবীর বলেন, একজন উদ্যোক্তার দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা যোগ্যতা থাকলে তিনি নতুন নতুন ব্যবসা সম্পর্কে চিন্তা করতে পারবেন, ধারনা সৃষ্টি করতে পারবে। আজকের এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মহিলারা কাজ

করার বাস্তব অভিজ্ঞতা লাভ করবেন এবং নিজেদের আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তুলতে এই ট্রেনিং সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

শিক্ষার বিকল্প নেই উল্লেখ করে তিনি আরও বলেন, নারী জনশক্তিকে দক্ষ করে উদ্যোক্তা সৃষ্টির মাধ্যমে সাবলম্বী করে গড়ে তুলতে হবে। নারীদের শিক্ষিত হয়ে পুরুষদের সাথে প্রতিযোগিতা করে এগিয়ে যেতে হবে। তাই নারীরা হাতে কলমে প্রশিক্ষণ নিয়ে নিজের কর্মসংসংস্থান সৃষ্টি করতে সক্ষমতা লাভ করবে।

ম্যাম বিউটি পার্লার এর সত্ত্বাধিকারী ফারজানা আক্তার দিনব্যাপী এ প্রশিক্ষণ প্রদান করেন।

এতে কুষ্টিয়া, পাবনা, ঝিনাইদহ ও রাজবাড়ী জেলার ২০ জন নারী অংশগ্রহণ করেন।

মিরপুরে পাঁচ শিক্ষককে অর্থদণ্ড

সরকারি নির্দেশ না মানায় পাঁচ শিক্ষককে অর্থদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। দণ্ডপ্রাপ্ত শিক্ষকরা হলেন-মিরপুর উপজেলার আমলা ইউনিয়নের নিমতলা গ্রামের আমিরুল ইসলামের ছেলে শুভ (২০), সোহাগ আলী (১৭), সদরপুর ইউনিয়নের সদরপুর গ্রামের আব্দুল মালেকের ছেলে ফিরোজ মাহমুদ (৩০), ফরিদুজ্জামান (২০) এবং আমলা ইউনিয়নের কচুবাড়ীয়া গ্রামের চাঁদ আলীর ছেলে রশিদ আহম্মেদ (২১)।

গতকাল শনিবার দুপুরে কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) লিংকন বিশ্বাসের নেতৃত্বে ভ্রাম্যমাণ আদালতের একটি দল উপজেলার নিমতলা এলাকার ‘নিমতলা দারুস সালাম অনলাইন মডেল স্কুল-এ অভিযান চালায়।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা লিংকন বিশ্বাস জানান, গতকাল শনিবার দুপুরে করোনাভাইরাসের সংক্রামণ রোধে সরকারি নির্দেশনা অমান্য করে উক্ত বিদ্যালয়ে নিয়মিত পাঠদান করানো হয় বলে অভিযোগ পাওয়া

যায়।

এসময় বিদ্যালয়ে গিয়ে তার সত্যতা পাওয়া গেলে বিদ্যালয়ের ৫ জন শিক্ষককে আটক করা হলে তারা সরকারি নির্দেশনা অমান্যের বিষয়টি স্বীকার করেন।

পরে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে দণ্ডবিধি ১৮৬০ এর ২৬৯ ধারায় প্রত্যেককে পাঁচ হাজার টাকা অর্থদণ্ড করা হয়।